শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

OK

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.২০৯.১৪-৪৫১ তারিখঃ ২০ ভাদ্র ১৪২৬ / ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিষয়ঃ মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত কনটেম্পট পিটিশন নং-৪২৩/১৯ (রিট পিটিশন নং-৫৯১৫/১৪ হতে উদ্ভুত) এর আদেশের প্রেক্ষিতে বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলাধীন কাহালু টেকনিক্যাল এ্যান্ড কমার্স কলেজের এমপিও ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে প্রদান।

সূত্র: কাহালু টেকনিক্যাল এ্যান্ড কমার্স কলেজের স্মারক নং-K.T.C ৩৭.০২.১০৫৪.০০০.০০.০১.৯৯.১৯ তারিখ: ২৫.০৮.২০১৯ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অবিভক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৬.৫.২০১০ তারিখের শিম/শা:১৩/ এমপিও-১২/২০০৯/১৮৪ সংখ্যক স্মারকমূলে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদানের জন্য বগুড়া জেলার কাহালু উপাজেলাধীন কাহালু টেকনিক্যাল এন্ড কমার্স কলেজটি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

০২। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ৩১.০৫.২০১০ তারিখের শিম/শা:১৩/ এমপিও-১২/২০০৯/২০৯ সংখ্যক স্মারকমূলের মাধ্যমে গত ০৬.০৫.২০১০ তারিখের শিম/শা:১৩/ এমপিও-১২/২০০৯/১৮৪ সংখ্যক স্মারকটি অকার্যকর করা হয়। এর ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৫৯১৫/২০১৪ মামলা দায়ের করা হয়।

০৩। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক উক্ত রিট মামলায় বিগত ২৩.১০.১৪ তারিখে নিম্নরূপ রায়/আদেশ প্রদান করা হয়-
"The respondents concerned are hereby directed to include the name of the said institution in the list of MPO for the financial year 2009-2010 and onwards provided it fulfills the requirements as stipulated in the "বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ) এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকা" ২০১০, (in short, the Janabal Kathamo, 2010)", within a period of 90 (ninety) days from date of receipt of the copy of the judgment and order.

০৪। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ কর্তৃক সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-৩১২০/১৫ দায়ের করা হলে তা ২১.০৩.১৬ খ্রি. তারিখে খারিজ হয়ে যায়। এর ফলে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী অবিভক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ১৬.০৮.১৬ খ্রি. তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.২৯.০০৩.১৫(অংশ)৩৯৫ সংখ্যক স্মারকমূলে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটিকে এমপিওভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে DTE কর্তৃক ০৪ দফায় (মে-জুন/১৭-২ জন, আগস্ট/১৭- ৪ জন, সেপ্টেম্বর/১৭- ৬ জন ও জানুয়ারি/১৮- ৮জন) বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণের অনুকূলে বেতন ভাতা (এমপিও) ছাড় করা হয় মর্মে এমপিও শীট হতে দেখা যায়।

০৫। উক্ত আবেদনটির নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব না পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে কনটেম্পট পিটিশন নং-৪২৩/২০১৯ দায়ের করা হয়। আলোচ্য কনটেম্পট মামলায় Contemnor Respondent- হলেন Mr. Alamgir, Secretary, TMED, Ministry of Education এবং Rawnok Mahmud, Director General, DTE.

০৬। পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কর্তৃক গত ২৫.০৮.১৯ খ্রি. তারিখে বর্ণিত কনটেম্পট মামলার রুলের কপি প্রেরণ করে রুলের নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষক-কর্মচারীদের অনুকূলে ০৬ মে/১০ হতে নভেম্বর/১৭ পর্যন্ত (যার জন্য যে মাস ও বছর প্রযোজ্য) সময়ের বেতন ভাতা (এমপিও) প্রদানের জন্য সচিব, TMED বরাবর আবেদন করা হয়। আবেদনকারীর বকেয়া সময়ের দাবী ভিন্নতর পরিলিক্ষত হয়।

০৭। এক্ষণে, আবেদনকারীর আবেদন মতে বকেয়া প্রদানের বিষয়টি নিষ্পত্তির পূর্বে নিম্নের বিষয়গুলো স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন:

ক. শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ১৬.০৮.১৮ তারিখের ৩৯৫ সংখ্যক স্মারকমূলে বগুড়া জেলার কাহালু উপাজেলাধীন কাহালু টেকনিক্যাল এন্ড কমার্স কলেজটি এর এমপিওভুক্তির আদেশ জারি করা হয়েছে। সেমতে DTE কর্তৃক মে-জুন/১৭ মাসে এমপিও চালু করা হয়। উক্ত সময়ের পার্থক্যের বিষয়ে আবেদনকারীর কোন আপত্তি ছিল কীনা?

খ. শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এমপিওভুক্তির বিষয়ে জারিকৃত আদেশে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল যে, "এমপিওভুক্তির এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে"। সুতরাং এমপিওভুক্তির আদেশ হয়েছে ১৬.০৮.১৬. তারিখে যা মহামান্য হাইকোর্টের আদেশের অনুরুপ ছিল না। এমপিওভুক্তির আদেশ কোর্টের আদেশের অনুরুপ না হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রণালয়ের আদেশের (এমপিওভুক্তি বিষয়ে) বিষয়ে আবেদনকারীর কোন আপত্তি ছিল কীনা?

গ. এমপিওভুক্তির আদেশের দীর্ঘ ০২ বছর পর বকেয়া প্রাপ্তির (আবেদনকারী কর্তৃক) জন্য আবেদন করার কারণ কী?

ঘ দীর্ঘ প্রায় ০২ বছর পর্যন্ত অব্যাহতভাবে এমপিও পাওয়ার পর এবং কোনরুপ আপত্তি উত্থাপন না করেই প্রায় ০২ বছর পর বকেয়া প্রাপ্তির জন্য আবেদন দাখিলের কারণ কী?

ঙ. আবেদনকারীর ০২.০৭.১৯ খ্রি. তারিখের আবেদনে মে/১০ হতে জানুয়ারি/১৮ পর্যন্ত এবং ২৫.০৮.১৯ তারিখর আবেদনে মে/১০ হতে নভেম্বর/১৭ পর্যন্ত সময়ের বকেয়ার কথা উল্লেখ থাকায় যৌক্তিক বকেয়া দাবী কোনটি?

চ. দীর্ঘ ০২ বছর যাবৎ এমপিও পাওয়ার পর তখন কোন আপত্তি না করে ০২ বছর পর আপত্তি উত্থাপিত estoppel এর আওতায় পড়বে কীনা?

০৮। এমতাবস্থায়, কনটেম্পট মামলার জবাব প্রদানের লক্ষে বিষয়টি স্পষ্টিকরণের নিমিত্ত বর্ণিত তথ্যাদির বিষয়ে জবাব আগামী ১৯.০৯.১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে বিনীত অনুরোধ করা হলো।

(মো: আ: খালেক মিঞা) ০৪/৯/১৯
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন: ৪১০৫০১৫৭

মহাপরিচালক,
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (এ আদেশটি ওয়েব-সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অফিস কপি/মাস্টার কপি।